ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩৪৯০
আগরতলা, ৩০ অক্টোবর, ২০২৫

বিহার বিধানসভা নির্বাচন ২০২৫ : আন্তঃরাজ্য সীমান্ত প্রস্তুতি পর্যালোচনা করে শান্তিপূর্ণ ও প্রলোভনমুক্ত নির্বাচন নিশ্চিত করতে কঠোর নজরদারির নির্দেশ জারি

আজ ভারতের নির্বাচন কমিশন (ECI) বিহার,ঝাড়খণ্ড, উত্তর প্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যগুলির মুখ্য সচিব, পুলিশের মহানির্দেশক ও স্বরাষ্ট্র বিভাগের প্রধান সচিবদের সঙ্গে আন্তঃরাজ্য সীমান্ত বিষয়ক সমন্বয় বৈঠক করেছেন। এই বৈঠকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, রেল মন্ত্রক এবং সমস্ত enforcement সংস্থাগুলির আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার, নির্বাচন কমিশনার ড. সুখবীর সিং সান্ধু ও ড. বিবেক জোশিকে সাথে নিয়ে বিহার ও এর প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন। বৈঠকে মানুষের চলাচল, পণ্য, অর্থ, অস্ত্র, সমাজবিরোধী উপাদান, মদ, মাদকদ্রব্য ও প্রলোভনস্বরূপ সামগ্রী আন্তঃরাজ্য ও নেপালের আন্তর্জাতিক সীমান্তে যাতে অবাধে প্রবেশ না করতে পারে, তা নিশ্চিত করার ওপর জোর দেওয়া হয়। সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে বিশেষ নজরদারি ও সীমান্ত সিল করার বিষয়েও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। বৈঠকের সময় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার স্বাধীন, নিরপেক্ষ, শান্তিপূর্ণ ও প্রলোভনমুক্ত নির্বাচন আয়োজনের ক্ষেত্রে কমিশনের অঙ্গীকারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি সকলstakeholders প্রতি আহ্বান জানান যাতে তারা নির্বাচনী প্রক্রিয়ার অখণ্ডতা ও সততা রক্ষায় নিরবচ্ছিন্নভাবে একসঙ্গে কাজ করেন।

কমিশন ভোটের দিন ভোটারদের জন্য আরামদায়ক ও নির্বিঘ্ন অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে ভোটার-সহায়ক নির্দেশাবলীর বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করে। মুখ্য সচিব, পুলিশ মহাপরিচালক এবং কেন্দ্রীয় সংস্থার প্রধানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে ২০২৫ সালের বিহার বিধানসভা নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ও প্রলোভনমুক্তভাবে সম্পন্ন হয়। ঝাড়খণ্ড, উত্তর প্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য সচিব ও পুলিশ মহাপরিচালকগণ, এবং সশস্ত্র সীমা বলের (SSB) মহাপরিচালককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে বিহারের সীমান্তবর্তী এলাকায় সতর্কতা আরও বৃদ্ধি করা হয় এবং আন্তঃরাজ্য চেকপোস্টে তল্লাশি জোরদার করা হয়। কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি—যেমন নারকোটিকস কন্ট্রোল ব্যুরো (NCB), আয়কর বিভাগ, কেন্দ্রীয় পণ্য ও পরিষেবা কর (CGST) এবং রাজস্ব গোয়েন্দা দপ্তর (DRI)—কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে নির্বাচনের আগে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান জোরদার করা হয় এবং সর্বাধিক পরিমাণে অবৈধ সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা যায়। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের কার্যালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

******